কারা ‘আত্-তাইফাহ্ আল-মানসুরাহ’ (সাহায্যপ্রাপ্ত দল)?

শাইখ আব্দুল ক্বাদীর ইবনে আব্দুল আযীয

(‘‘নেতৃত্ব সম্বন্ধীয় দ্বন্দ্বের অবসান’’ বইয়ের অনুবাদ থেকে সংকলিত)

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ *‘‘আমার উম্মাহ থেকে এমন এক দল (তাইফাহ্) থাকবে, যারা আল্লাহ্র হুকুম প্রতিষ্ঠা করতে বিরত হবে না, তারা সেইসব লোক থেকে নিরাপদ যারা তাদের সাথে প্রতারণা করে অথবা বিরুদ্ধাচারণ করে, যতক্ষণ না আল্লাহ্র হুকুম আসে যখন তারা মানুষের ওপর প্রাধান্য লাভ করে।’’*

অধিকাংশ সালাফগণের মতে এই ‘সফলকাম দল (আত্-তাইফাহ্ আল-মানসুরাহ)’ হল সকল উলামাহ এবং হাদীসের অনুসরণকারী (সুন্নাহর অনুসরণকারী যেরূপ আল-বুখারী এবং আহমেদ বিন হাম্বল বর্ণনা করেছেন)। এ সংক্রামন্ত ‘‘..এই দ্বীন, প্রতিষ্ঠা হবে এর ওপর যুদ্ধ করার মাধ্যমে.. ’’ রাসুলুল্লাহর (সাঃ) এই বাণী ঠিক অন্যান্য বর্ণনার মতই যুদ্ধের কথা (আল-কিতাল) স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছে; যা তাদের জন্য একটি সমস্যার কারণ। জাবীর বিন আব্দুল্লাহ এবং ইমরান বিন হুসায়ন এবং ইয়াজীদ বিন আল-আসলাম এবং মুআবীয়া এবং উক্ববা বিন আমর (রা.) প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই কিতালই হলো সাহায্যপ্রাপ্ত দলের অন্যতম সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং এই দলকে শুধুমাত্র উলামাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। বরং তারা উলামা এবং মুজাহদিদের সমন্বিত একটি গোষ্ঠী। এবং এ ব্যাপারে ইমাম আন-নব্বী, আল-বুখারী এবং আহমাদ এবং অন্যদের বক্তব্য তুলে ধরেন এবং বলেন, ‘‘এটা হতে পারে যে, বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাসীদের মাঝে এই দল ছড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী যোদ্ধা এবং তাদের মাঝে রয়েছে ন্যায় বিচারকগণ এবং তাদের মধ্যে আরো রয়েছে হাদীস বিশারদগণ এবং তাদের মাঝে আরো একদল রয়েছে যারা গভীর ইবাদতে মগ্ন এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তারা নিজেদেরকে পার্থিব জীবনের সামগ্রী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এবং তাদের মাঝে অন্যান্য ভাল প্রকৃতির মানুষও রয়েছে। এবং এটা আবশ্যক নয় যে, তাদেরকে একসাথে থাকতে হবে বরং হতে পারে যে, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়েও থাকতে পারে। (সহীহ মুসলিম বি শারহ্ আন-নব্বী)

এবং একই ভাবে, শাইক আল ইসলাম ইবনে তইমিয়্যাহ্ (আল্লাহ্ তাঁর ওপর দয়াশীল হোন) তাঁর, তাঁতারদের সাথে যুদ্ধ বিষয়ক ফাতাওয়ায় বর্ণনা করেন যে, যারা ঈমাণের দু’টি বিষয়ের ওপর সাক্ষ্য দেয় (আশ-শাহাদাতাইন), তারপরও ইসলামের শরীয়া ছাড়া অন্য বিধান দ্বারা শাসন করে - সেই (তাঁতারদের বিরুদ্ধে) জিহাদরত গোষ্ঠীরা **‘‘আত্ তাইফাতুল মানুসরা’’**-য় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিক উপযুক্ত। যেমন তিনি বলেন, উদাহরণস্বরূপ, শাম ও মিসরের তাইফা এবং তাদের মত অন্যরা; তারা এ সময়ের দ্বীন ইসলামের জন্য জিহাদরত যোদ্ধা, এবং আত্ তাইফাহ্ আল মানসুরাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তারাই সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত, যা রাসূল (সাঃ) তাঁর বর্ণনাতে তুলে ধরেছেন, যা বিশুদ্ধ এবং প্রায়ই বর্ণিত হত এবং তিনি বর্ণনা করতেন- আমার উম্মাহ্র মধ্যে একটি দল যারা সত্যের ওপর অবিচল থাকবে, (এ থেকে) তারা কখনই বিরত হবে না। যারা তাদের (তাইফাহ্) সাথে প্রতারণা করবে বা তাদের বিরুদ্ধচারণ করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবেনা যতক্ষণ না (শেষ) সময় আসবে। এবং মুসলিমের বর্ণনাতে রয়েছে- পশ্চিমের গোষ্ঠী কখনই থামবে না। (মাযমুওযা আল-ফাতাওয়া, খন্ড ২৮/৫৩১)

এবং এতেই কোনই সন্দেহ নেই যে, যেসব উলামা (ইলম অনুযায়ী) আমল (জিহাদ) করে, তারাই প্রথম যারা এই দলে (সফলকাম দল) অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পরবর্তীতে মুজাহিদিনদের মধ্যে হতে অবশিষ্ঠরা, এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করে। (এই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়)।

এবং সালাফগণ 'তাইফাহ্' বলতে উলামাহেদর বুঝিয়েছেন এই কারণে যে, জিহাদ এমনই একটা বিষয় ছিল যা সম্পর্কে মুসলমানদের কোনই দ্বিমত ছিল না এবং সীমান্তগুলো সিপাহী এবং যোদ্ধা দ্বারা সুসজ্জিত ছিল, যারা শত্রুভূমির অভিমুখী ছিল এবং তাদের সময়ে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল এতে নতুন বিষয়ের অনুপ্রবেশ এবং ধর্ম বিমুখ বিপথগামীরা, এবং এই যুদ্ধক্ষেত্রের (বিদাত বিরোধী যুদ্ধ) সৈনিক ছিলেন ওলামাগণ।

কিমত্মু আজ, যার যার যুদ্ধক্ষেত্রে উলামা এবং মুজাহিদীন উভয়ের প্রচেষ্টা আমাদের বড়ই প্রয়োজন। যেহেতু শুধুমাত্র জ্ঞান দ্বারা অথবা শুধুমাত্র জিহাদ দ্বারা দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন প্রতিটির সম্মিলিত প্রয়োগ। আল্লাহ (সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা), সূরা আল- হাদীদ-এ বর্ণনা করেনঃ

''নিশ্চয়ই, আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।'' (সূরা আল-হাদীদ ৫৭ঃ ২৫)

এবং শাইখ আল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, ''আল্লাহ্র কিতাব, ইনসাফ, এবং লৌহ ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে না'' কিতাব, পথ প্রদর্শনের জন্য; লৌহ, তা বজায় (ঝঁঢ়ঢ়ড়ৎঃ) রাখতে হবে। ঠিক যেভাবে আল্লাহ্ সুবাহানহু ওযা তা'আলা বলেছেন- নিশচয়ই আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ প্রেরণ করেছি। সুতরাং কিতাব এর জ্ঞান দ্বারা এবং লৌহ দ্বারা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং ইনসাফ, যা দ্বারা চুক্তি বাস্তবায়ন, অর্থ ও সম্পদ আদায়করণ প্রভৃতি সম্পাদিত হবে (হক আদায় হবে), এবং লৌহ, যা দ্বারা আইনের শাস্তি (আল-হুদুদ) প্রতিষ্ঠিত হবে। (মাযমুওয়া আল-ফাতাওয়া, খন্ড ৩৫/৩৬)

তিনি আরও বলেছেনঃ ''এবং মুসলমানদের তালোয়ার এই শরীয়াকে বিজয় দিবে এবং এটাই কিতাব এবং সুন্নাহ, যেমন জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ ''আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) আমাদের আদেশ দিয়েছেন 'এটি দিয়ে আঘাত করতে'- যা দ্বারা তলোয়ার বুঝায়। যে এর অধীনস্ততা পরিত্যাগ করে- যা মুসহাফ বুঝায় (কুরআন বুঝায়)। (মাজমুওয়া আল-ফাতাওয়া, খন্ড ৩৫/৩৬৫)

এবং তিনি আরো বলেছেনঃ ''যেহেতু, নিশ্চয়ই, পথ প্রদর্শনকারী কিতাব এবং বিজয় দানকারী লৌহ সেটাই যা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে। যেরূপ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন।'' (মাযমুওয়া আল-ফাতাওয়া ২৮/৩৯৬)

এবং এটা ছাড়াও বিভিন্ন অধ্যায় (তার ফাতাওয়ার) আলোচনার ভিত্তিতে আমি বলি যে, 'সফলকাম দল' হল সেই দল যারা জিহাদ পালন করে

এবং সেই সকল শরীয়া ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে, যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন- আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআ' | এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-র অনুমতিক্রমে আমি এই পদ্ধতির প্রধান দিকগুলো তুলে ধরব, - ''কুরআন ও সুন্নাহ্র উপর অটল ও অবিচল থাকার মূলনীতি''- নামক প্রবন্ধে|